বই :	ফিতনাতুন নিসা
লেখক :	শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদক ও সংকলক:	সালিম আব্দুল্লাহ
সম্পাদক:	মিশকাত আহমদ
প্রকাশনায় :	রাইয়ান প্রকাশন

ফিতনাতুন নিসা

শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফি.

অনুবাদক ও সংকলক
সালিম আব্দুল্লাহ

রাইয়ান প্রকাশন

ফিতনাতুন নিসা

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি : ২০২৩

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মোবাইল : ০১৮১০০৪৭৭৬৩

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২৭৫/- টাকা

Fitnatun Nisa

Published By: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ

আরওয়া, রাওহা, সাহলা, সুহাইলা, আফরা, বারিরা, তাজকিয়া, তাইয়্যেবা, তাবিয়া, মারুফা, মারিয়া, ঝুমানা, তাশফিয়া, তুহফা, সাওদা, সাফওয়া.....

মামনীরা! তোমরা নিসার ফিতনা হবে না, ঘুণাক্ষরেও পা দেবে না শয়তানের ফাঁদে, ইবলিসের সহায়ক হবে না কখনোই। তোমরা হবে রবের দাসত্বে পারঙ্গম, ইবলিশের যম, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেবে ইসলামের পয়গাম।

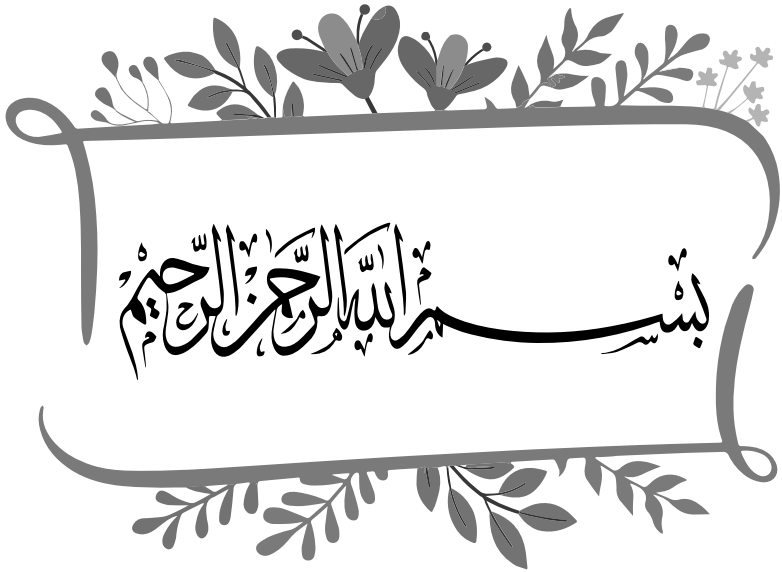
بسم الله الرحمن الرحيم

সূচিপত্র

অবতরণিকা...৯
পৃথিবীর গুরুতর ফিতনা.......................................১৯
নারীর ফাঁদ বড় ভয়ংকর......................................২৪
গুরুতর ফিতনা হওয়ার ব্যাখ্যা ২৭
ফিতনা ছড়ানোর কারণ..২৯
ফিতনার প্রকার ৩৩
নারীর প্রকাশ্য ফিতনার বিভিন্ন দিক ৩৫

এক. প্রদর্শন.. ৩৫

দুই. আকর্ষণ.. ৩৮

তিন. বোরকার ফাঁদ...৪০

চার. প্রতিযোগিতার ফাঁদ ৪৪

পাঁচ. সার্কাস সুন্দরী ৫০

অন্তর্নিহিত ফিতনার বিভিন্ন দিক ৫২

এক. নারীবাদ বা ফেমিনিজম.................................৫২

দুই. সম অধিকার.. ৬০

দু'টি প্রশ্ন ও তার সহজ জবাব............................... ৬৩

তিন.নারীর চাকরি ৯৭

নারীর ফিতনা থেকে বাঁচতে নবীজির সতর্কবাণী ১১১
প্রকাশ্য ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় ১১৮

এক. তাকওয়া অবলম্বন.. ১১৮

দুই. সবর বা ধৈর্য ধারণ...................................... ১২০

তিন. দৃষ্টির হেফাজত ১২৮

চার. অপ্রীতিকর কল্পনা পরিহার ১৪৫

অন্তর্নিহিত ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়..... ১৫১
এক. বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ১৫১
দুই. খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৫৯
নারীর ফিতনা থেকে বাঁচতে সালাফদের দৃষ্টান্ত ১৬৩
নারীর ফিতনা থেকে বাঁচাবে নারীরাই..... ১৬৮
নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৭৫

অবতরণিকা

কয়েক রিল সুতো পেঁচিয়ে গেলো। দুঃসাধ্য হয়ে উঠল জট খোলা। কিন্তু একটা সময় পর ঠিকই জট খোলা সম্ভব হলো। প্রশান্তি নেমে এলো মনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জট ছাড়ানোর কষ্টকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো। ব্যস, শেষ। দুর্বল

ইয়ারফোনের তার পেঁচিয়ে গেলো। প্রচণ্ড খারাপ হলো মেজাজ। টেনেটুনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল ইয়ারফোন। কিন্তু একটু পর মনকে শান্ত করে প্যাঁচ খুলে ফেলা সম্ভব হলো। হালকা মনে হলো নিজেকে। হাসি খেলে গেলো ঠোঁটের কোণে।

শত্রুর ফাঁদে পা দিলো কেউ। মহা বিপদে পড়ে গেলো লোকটা। কী করবে, না করবে; তার কোনো দিশা পেলো না। হুট করে বুদ্ধি খেলে গেলো মাথায়। মুহূর্তেই নিস্তার পেলো শত্রুর পাতা ফাঁদ থেকে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করল রবের। দিল খুলে বলল—আলহামদুলিল্লাহ!

কিন্তু... কেউ যদি লাস্যময়ী কোনো নারীর ফাঁদে পা দেয়, যদি নারীর ফিতনায় পড়ে যায়, যদি নদীর মতো বেঁকে চলা নারীর জালে কেউ একবার আটকা পড়ে, তাহলে তার রক্ষে নেই। জট খুলবে, ফিতনার সমাপ্তি ঘটবে, জাল থেকে বেরিয়ে সামান্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে—সে সুযোগ তার হবে না। কারণ, নারীর এই ফাঁদ ইয়ারফোন বা সুতোর জট লাগার মতো কিছু নয়, তার এই ফাঁদ কোনো শত্রুর পাতা জাল নয়; বরং তার এই ফাঁদ শয়তানের প্ররোচনায় গড়ে ওঠা স্বভাবজাত একটা গুপ্ত কৌশল; যা একজন পুরুষকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে, যা একটি সমাজকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম, যা একটি দেশকে ধূলিসাৎ করে দিতে যথেষ্ট। এজন্য তাদের সাথে এক সমাজে দিনাতিপাত করতে হলে পুলসিরাত পার হওয়ার মতো সাবধানে চলতে হয়। প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয় অত্যন্ত সন্তর্পণে। একবার পা পিছলে পড়ে গেলে খেল খতম—তার মাশুল দিতে হবে সারা জীবন।

বালআম বিন বাউরা নামক লোকটার কথাই চিন্তা করুন না! কতবড় আবেদ ছিল সে! বায়তুল মাকদিসের পাশেই ছিল তার বসবাস। ছিল সময়ের আস্থাভাজন গুরু। অনন্য ইবাদতগুজার। বিজ্ঞ আলিম। ইসমে আজমও জানত লোকটা! দুআ কবুল হতো তার। এ কারণে সে ছিল সকল মানুষের কেন্দ্রবিন্দু। সকলেই বিপদে-আপদে দুআর আরজি নিয়ে ছুটে আসত তার কাছে।

একবার হলো কী—তার কাছে দুআ নিতে এলো জাব্বার সম্প্রদায়ের লোকজন। এসে বলল, 'হুজুর! মহাবিপদে পড়েছি, আমাদের তাড়াতে মুসা আসছে বিশাল বাহিনী নিয়ে। আপনি মুসা ও তার সিপাহীদের বিরুদ্ধে বদদুআ করে দিন, তাহলে আমরা জানে বেঁচে যাব!'

আল্লাহর আবেদ বালআম বিন বাউরা জাব্বারদের ধমক দিয়ে বলল, 'এত বড় স্পর্ধা? তোমরা আমাকে নবীর বিরুদ্ধে দুআ করতে বলছ! জানো না, নবীর বিরুদ্ধে দুআ করলে যে ধ্বংস অনিবার্য? এক্ষুনি ফিরে যাও!'

জাব্বার সম্প্রদায় নাছোড়বান্দা। ফিরে যেতে চাইল না তারা। বারবার অনুরোধ করল। তাদের গোঁয়ারতুমি দেখে মুরাকাবা করল বালআম বিন বাউরা। মুরাকাবার ফলাফলও এলো বদদুআ না করার। যার ফলে জাব্বার প্রতিনিধিরা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। তবে নিরাশ হলো না। অব্যাহত রাখল তাদের হীন চেষ্টা।

এবার নতুন ফন্দি আঁটল তারা। বালআমের স্ত্রীকে হাত করার কথা ভাবল। স্ত্রীকে দিয়েই তদবির করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলো। সে মতে তারা বালআমের স্ত্রীকে উৎকোচ স্বরূপ দিলো প্রচুর অর্থ-সম্পদ, সোনাদানা। সম্পদ যা দিলো, তার চেয়ে বেশি দিলো আরো পাওয়ার আশা, প্রাচুর্যের নেশা। বদলে তার স্বামীকে বদদুআর প্রতি প্ররোচিত করতে বলল। স্ত্রী তাদের কথামতো বালআম বিন বাউরাকে প্ররোচিত করল। ছলচাতুরি, কপটতা আর শঠতায় স্বামীকে প্রতারিত করল। অনেক পুরুষের মতো বালআমও ছিল স্ত্রীর প্রতি খুবই দুর্বল। এজন্য এক পর্যায়ে সে মুসা নবীর বিরুদ্ধে দুআ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

আহ, কী করুণ দৃশ্য! আল্লাহর একনিষ্ঠ ভক্ত, পেয়ারা বান্দা সত্য থেকে পদস্খলিত হচ্ছে! নারীর ফাঁদে পা দিয়ে বিসর্জন দিচ্ছে সারা জীবনের অর্জন!

বালআম কি ভেবেছিল সে মারহুম থেকে মালউন হবে? সে কি কখনো ভেবেছিল, তার অবস্থা এত করুণ হবে! কিন্তু তা-ই ঘটতে যাচ্ছে...

স্ত্রী ও জাব্বারদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বালআম বিন বাউরা তার একটি গাধার ওপর আরোহণ করল। এরপর অগ্রসর হলো বনি ইসরাইলের শিবিরের দিকে। যখন সে তাদের নিকটবর্তী হলো, তখন গাধাটি তাকে নিয়ে বসে পড়ল। গাধাকে বসে পড়তে দেখে বেদম পেটাতে লাগল সে। বাধ্য হয়ে দাঁড়াল গাধাটি। কিছু দূর চলার পর আবার বসে পড়ল গাধা। বালআম গাধাটিকে আগের চাইতে অধিক হারে প্রহার শুরু করল। ঠিক তখন আল্লাহ তাআলার ফজলে গাধাটির মুখে ভাষা ফুটল। বালআমকে বলল, 'হে বালআম! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি ফেরেশতাদের দেখছ না, তারা আমার

সামনে দাড়িয়ে, আমাকে যেতে নিষেধ করছে? তুমি কি আল্লাহর নবী ও মুমিনদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য যাচ্ছ?'

তার কথায় কর্ণপাত করল না বালআম। বিরত হলো না সে তার অপকর্ম থেকে। নারীর ফাঁদে এতটাই মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহর ভয়ও কাজে লাগল না তখন। অগত্যা গাধাটি অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের চূড়ার নিকটবর্তী হলো। বালআম বিন বাউরা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের শিবির ও বনি ইসরাইলের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দিতে লাগল। কিন্তু তার জিহ্বা তার ইচ্ছাধীন রইল না। যার ফলে তার দুআ পালটে গেলো। সে নবী মুসা ও তার সম্প্রদায়ের পক্ষে দুআ করতে লাগল এবং তার নিজের সম্প্রদায়ের ওপর অভিশাপ দিতে লাগল। এই দেখে জাব্বাররা তার তিরস্কার শুরু করে দিলো। বালআম বলল, 'আমি আমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না!' একথা বলার পর তার জিহ্বা ক্রমেই ঝুলে পড়তে লাগল এবং তা শেষ পর্যন্ত বুকের ওপর গিয়ে পড়ল। বালআম তখন কোনোমতে বলল, 'আমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে গেলো। প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও নারীর ফাঁদ আমাকে ধ্বংস করে দিলো!'

তাকে পেয়ে বসল জিঘাংসা। অন্ধ হয়ে গেলো নারীর প্রলোভনে আর জিঘাংসার আগুনে পুড়ে। চিৎকার করে তোতলাতে তোতলাতে জাব্বারদের নির্দেশ দিলো—তোমরা তোমাদের নারীদের বিশেষ সাজে সজ্জিত করে মুসা আলাইহিস সালামের সৈন্যদের কাছে পাঠাও। নারীরা নিজেদেরকে তাদের কাছে সমর্পণ করবে, যাতে তারা তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কারণ, তাদের একজনও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে বিষয়টা তাদের সকলের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হবে!'

কথামতো তারা নিজ নারীদের বিশেষভাবে সজ্জিত করল এবং বনি ইসরাইল শিবিরে পাঠাল। তাদের মধ্যকার সুন্দরী ও কুমারী নারী বনি ইসরাইলের একজন সরদারের কাছে গেলে সে নারীটিকে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল। ব্যভিচারে লিপ্ত হলো তার সাথে। আল্লাহ তাআলা এই অপরাধের কারণে বনি ইসরাইলের প্রতি প্লেগ রোগ পাঠালেন। এ রোগ তাদের মধ্যে ছড়াতে লাগল। এতে প্রায় মারা গেলো সত্তর হাজার বনি ইসরাইল!

এখানেও নারীর ফাঁদ। কেবল এক নারীর ফাঁদে আটকার ফলে যবনিকাপাত হলো সত্তর হাজার মানুষের![১]

১. তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, সুরা আরাফ আয়াত : ১৭৫, ইবনু কাসির। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রথম খণ্ড।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল। ঘটনাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবান থেকে বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন—'বনি ইসরাইলে জুরাইজ নামক এক লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন নিভৃতচারী দুনিয়া বিমুখ এক সাধক। ইবাদতে তার কোনো জুড়ি ছিলো না। নিজের জন্য একটি ইবাদতগাহও তৈরী করে নিয়েছিলেন। রাত-দিন সেই গৃহে নির্জনে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। পরিবার পরিজন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকতেন।

একদিনের ঘটনা। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ইবাদতে নিমগ্ন। একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ছেন। এমনই সময় এলেন তার মা। সন্তানের খোঁজ নিতে এসেছেন তিনি। এজন্য ইবাদতগৃহে প্রবেশ করেই বললেন, 'বাবা জুরাইজ!' মায়ের ডাক শুনে বিপাকে পড়ে গেলেন জুরাইজ। মনে মনে বললেন, 'হে আমার রব! একদিকে আমার নামাজ, অপরদিকে আমার মায়ের ডাক! এখন আমি কী করব?' অবশেষে তিনি নামাজকেই প্রাধান্য দিলেন এবং নামাজে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। ওদিকে মা সন্তানের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে চলে গেলেন। পরদিন আবার এলেন মা। হজরত জুরাইজ এবারও নামাজরত। সেদিনও তার মা তাকে 'বাবা জুরাইজ' বলে ডাক দিলেন। আগের দিনের মতো জুরাইজ মনে মনে বললেন, 'হে আমার রব, একদিকে আমার নামাজ, অন্যদিকে আমার মা! এখন আমি কী করব?' এবারো তিনি নামাজে নিমগ্ন রইলেন। সাড়া দিলেন না মায়ের ডাকে। এভাবে তৃতীয় দিনও জুরাইজ একই কাজ করলেন। এমন ব্যবহারে ভীষণ কষ্ট পেলেন জুরাইজের মা। মনঃকষ্টে ছেলের জন্য বদদুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! একে তুমি জিনাকারী নারীর মুখ না দেখানো পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।'

জুরাইজ নিজ জনপদে দুনিয়া বিমুখতা ও ইবাদতের কারণে খুব আলোচিত ছিলেন। সকলের মুখে মুখে ছিল তার নাম। সেই একই জনপদে ছিল এক ব্যভিচারী নারীর বসবাস। সে ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। তার রূপের জৌলুশে কুপোকাত হতো জনপদের দুষ্টু যুবকের দল। কিন্তু জুরাইজের কাছে এই রূপ-সৌন্দর্যের কোনো পাত্তা ছিলো না। এজন্য শয়তান ওই নারীকে জুরাইজের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করল। যার ফলে সেই নারী একদিন বলল, 'যে করেই হোক জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব।' এই পণ করে সে জুরাইজকে ফাঁদে ফেলতে কোমর বেঁধে মাঠে নামল। কিন্তু জুরাইজ তার দিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না।

একদিন সেই লাস্যময়ী নারী জুরাইজের ইবাদতগৃহের কাছাকাছি এসে দেখল—অদূরেই এক রাখাল দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে হেঁটে সে রাখালের কাছে গিয়ে নিজেকে তার হাতে সোপর্দ করল। রাখালও সাড়া দিলো তার ডাকে। উভয়ে লিপ্ত হলো ব্যভিচারে। এতে কিছুদিন পর সেই নারীটা গর্ভবতী হলো। এরপর বাচ্চা প্রসব করল নির্দিষ্ট সময়ে। লোকেরা জানতে চাইল, 'এ সন্তান কার?' উত্তরে সেই নারী বলল,

'এটা তোমাদের আবিদ, জুরাইজের সন্তান।' তার জবাব শুনে লোকেরা তো অবাক! জুরাইজের ব্যাপারে এমন ঘটনা কি বিশ্বাস করা যায়? যারপরনাই ক্ষিপ্ত হলো বনি ইসরাইল। বিক্ষুব্ধ জনতা ছুটে গেলো জুরাইজের কাছে। ইবাদতগৃহ থেকে টেনেহ্যাঁচড়ে বের করে আনল জুরাইজকে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলো তার ইবাদতখানা এবং তাকে বেধড়ক পেটাতে লাগল। জুরাইজ কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাদের কী হয়েছে? আমার সাথে এমন নির্দয় আচরণ করছ কেন?' ক্ষিপ্ত জনতা বলল, 'তুমি এতদিন আমাদের ধোঁকা দিয়েছ। আমরা তোমাকে কত নেক ভাবতাম, অথচ তুমি কিনা এই নষ্টা মহিলার সাথে জিনার অপরাধ করেছ! একটা শিশুরও জন্ম দিয়েছ?!' তাদের কথা শুনে জুরাইজের চক্ষু চড়কগাছ! তবে খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'শিশুটি কোথায়?' জনগণ শিশুটিকে জুরাইজের কাছে নিয়ে এলো। জুরাইজ বললেন, 'আমাকে একটু সুযোগ দাও। আমি নামাজ আদায় করে নিই।' এই বলে তিনি নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষ করে শিশুটির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে শিশু, বলো দেখি—তোমার পিতা কে?' আল্লাহ জবান খুলে দিলেন শিশুটির। উত্তরে শিশুটি বলল, 'আমার পিতা অমুক রাখাল।' উপস্থিত লোকেরা শিশুর মুখে কথা শুনে আরও অবাক হলো। অবগত হলো ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে। খুশি হয়ে তারা জুরাইজের কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করতে লাগল এবং তার শরীরে হাত বুলাতে লাগল। অনেকে মুখ আওড়িয়ে বলল, 'এখন আমরা তোমার ইবাদতগৃহটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি।' জুরাইজ বললেন, 'দরকার নেই; বরং পূর্বের মতো মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও।' তারা তাই করল।[১]

আলোচ্য গল্পটিতে হজরত জুরাইজের কোনো অপরাধ ছিলো না।[২] কারণ, তিনি নারীর ফাঁদে পা দেননি। কিন্তু সেই নারীর ফাঁদ ও চক্রান্ত কতটা ভয়াবহ ছিল— তা একবার ভেবে দেখুন। হজরত জুরাইজ যদি আল্লাহর বিশেষ বান্দা না হতেন এবং সকলকে এমন অলৌকিক ঘটনা না দেখাতেন, তবে এক নারীর ফাঁদে পা দিয়ে জাতি একজন ওলি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হতো!

এমনকি নবী-রাসুলগণকেও ফাঁদে ফেলতে নারীরা কুণ্ঠাবোধ করেনি। আল্লাহর নবী হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথাই চিন্তা করুন। তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। অথচ নিষ্পাপ সেই নবীকে নারী জুলেখা কীভাবে ফাঁদে আটকে দিলো! আযিযে মিসর

১. বুখারি, হাদিস : ২৪৮২। মুসলিম, হাদিস : ২৫৫০।

২. তবে নফল ইবাদতরত অবস্থায় মায়ের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া একটি ভিন্ন অপরাধ ছিল।– সম্পাদক

(মিসরের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী) ইউসুফ আলাইহিস সালামের নির্দোষতার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে কারাবন্দী হতে হলো।

হজরত ইউসুফ আ. দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকলেন। আল্লাহ তাআলা এক সময় নিজেই নবী ইউসুফের নির্দোষতার প্রমাণ দিলেন। অন্যথা দুনিয়ার মানুষ নবী সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখত! কতটা ভয়াবহ হতে পারে নারীর ফাঁদ!

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, 'একবার এগারোজন নারী একত্রিত হলো। প্রত্যেকেই একে অপরের কাছে নিজেদের স্বামীর দোষ-গুণ বর্ণনা করতে লাগল। সর্বশেষ নারীটি ছিল উম্মু জারয়া। সে বলল, 'আমার স্বামী ছিলেন আবু জারয়া। আমি ছিলাম গ্রামের গরিব ঘরের মেয়ে। আবু জারয়া আমাকে বিয়ে করে তার ঘরে নিয়ে এলেন। তার ঘরে এসে আমার সুখের কোনো কমতি রইল না। আমার শূন্য দেহ অলংকারে পূর্ণ হলো। হালকা শরীর নাদুসনুদুস হলো। আমার কোনো কাজ করতে হতো না। কাজের লোকই সংসারের সব কাজ করে দিতো। কিন্তু একটা ঝড় এসে সব তছনছ করে দিলো।

একদিনের ঘটনা। আবু জারয়া সফরে বের হবেন। এজন্য দুধ গরম করা হয়েছে। নাস্তা প্রস্তুত। এমনই সময় কী মনে করে তিনি বাইরে বেরুলেন। ঘরের বাইরে তখন এক নারী বসা ছিলো। সাথে ছিলো দুটো বাচ্চা। বাচ্চা দুটো মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছিল। আবু জারয়া দৃশ্যটি দেখেই ফাঁদে আটকে গেলেন। আসক্ত হয়ে পড়লেন নারীটির প্রতি। এমনকি সেই নারীর জন্য আমাকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই বিয়ে করে নিলেন সেই লাস্যময়ী নারীকে!'[১]

শায়খ আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি রাহিমাহুল্লাহ। প্রসিদ্ধ বুজুর্গদের একজন। নিজ সময়ের বিখ্যাত ওলি। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী। পূর্ণ কুরআন এবং ত্রিশ হাজার হাদিস মুখস্থ তার। আবু বকর শিবলি এবং জুনায়েদ বোগদাদি রাহিমাহুমাল্লাহর মতো ব্যক্তিবর্গ তার ছাত্র।

ছাত্রের পরিচয়েই অনুমেয় যে, তিনি কত উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন। এত বড় একজন আল্লাহর ওলি একদিন ভক্তদের নিয়ে সফরে বের হলেন। চলতেই থাকলেন সদলবলে। চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন পানিশূন্য এক উপত্যকায়। দুপাশে খ্রিষ্টান পল্লি। নামাজের সময় হয়ে এলো। কিন্তু পানির কোনো বন্দোবস্ত হলো না। এমনই সময় বিপরীত দিক থেকে একদল তরুণীকে পানি নিয়ে আসতে দেখা গেলো। তাদের হাতে-কাঁকে পানির মশক। তরুণীদের মধ্যে একজন ছিলো অনিন্দ্য সুন্দরী। খ্রিষ্টান

১. মুখতাছারুশ শামায়েল, হাদিস : ২১৫।

পরিবারের মেয়ে। আবু আব্দুলাহ উন্দলুসির দৃষ্টি পড়ল সেই যুবতীর ওপর। দৃষ্টি পড়তেই তিনি ফাঁদে আটকে গেলেন। বসে পড়লেন সেখানেই। তিন দিন কারো সাথে কোনো কথা বললেন না। তিন দিন পর শাগরেদ শিবলি রাহিমাহুল্লাহ সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুজুর, আপনার কী হলো?' পীর সাহেব বললেন, 'আমার থেকে ওলির পোশাক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ফায়সালা হয়ে গেছে। গত দুদিন আগে যে যুবতী নারীকে তোমরা দেখেছ, আমি তার ফাঁদে আটকা পড়েছি!'[১]

মিসরের মুআজ্জিন। মসজিদের ইমামও তিনি। ইবাদতগুজার। এলাকায় 'বুজুর্গ' হিসেবে বেশ নামডাক তার। এক নামে প্রসিদ্ধ। সবাই চেনে তাকে। লোকেরা তার কাছে দুআ নিতেও আসে।

রীতিমতো একদিন মসজিদের মিনারে আজান দিতে উঠলেন। 'আল্লাহু আকবার' বলে আজান শুরু করতে যাবেন; এমনই সময় তার নজর চলে গেলো মসজিদের পাশের উঠানে। সেখানে এক খ্রিষ্টান জিম্মি মেয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছিল। ফিতনায় পড়ে গেলো মুআজ্জিন। ছেড়ে দিলো আজান। মিনার থেকে নেমে পড়ল চটজলদি। কোনোকিছু বাছ-বিচার না করে সোজা চলে গেলো মেয়েটার বাড়িতে। প্রসিদ্ধ বুজুর্গকে বাড়ির উঠানে দেখে মেয়েটা তো অবাক। দূর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে? কী চাই?' বুজুর্গ জবাব দিলো, 'তোমাকে চাই'। মেয়েটা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, 'কী যা তা বলছেন? আর কেনইবা বলছেন?' নিজের আত্মমর্যাদা মাটির সাথে মিশিয়ে বুজুর্গ বলল, 'তুমি আমার মন কেড়েছ, সব কেড়েছ'। মেয়েটা রাগত স্বরে বলল, 'অস্পষ্ট কথা। পরিষ্কার করে বলুন!' লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বুজুর্গ বলল, 'তোমাকে বিয়ে করতে চাই'। মেয়েটা বলল, 'সম্ভব না। আপনি মুসলিম, আমি খ্রিষ্টান। আমার বাবা বিয়ে দেবে না।' এতদিনের অর্জন নিমিষেই শেষ করে দিয়ে বুজুর্গ বলল, 'আমি খ্রিষ্টান হতে প্রস্তুত'। বুজুর্গের কথা শুনে মেয়েটার চোখ ছানাবড়া। রিনরিনে কণ্ঠে বলল, 'যদি তাই হয়, তাহলে বিয়ে হতে পারে'।

সেদিনই বিয়ে হলো মুরতাদ বুজুর্গের। অবস্থান করল খ্রিষ্টানের বাড়িতেই। রাত হলো। একটু পরই শুরু হবে তাদের প্রেম-ভালোবাসা। কিন্তু... কোনো এক কাজে ছাদে উঠল বুজুর্গ। সাথে সাথেই ঘটে গেলো অঘটন—বৃষ্টির পানিতে শ্যাওলা পড়া ছাদের কোণে পা লেগে পিছলে একেবারে নীচে পড়ে গেলো বুজুর্গ। পড়েই পগারপার। মরে গেলো তৎক্ষণাৎ। দুনিয়া-আখেরাত সব হারালো। একূল-ওকূল সব হাতছাড়া হলো। না পেলো জান্নাত, না পেলো মেয়ের সাথে কাটানো একটা বাসর রাত![২]

---

১. উম্মুল আমরাজ,শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রহ., পৃষ্ঠা : ২৫।
২. আত তাজকিরাতু ফি উমুরিল আখিরা, কুরতুবি, পৃষ্ঠা : ৪৩।

আবদাতা বিন আব্দির রহমান। অনেক বড় মুজাহিদ। শত্রুদের যম। বিভিন্ন যুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর আছে তার। কিন্তু পারস্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে বাঁধল বিপত্তি।

যুদ্ধ শুরু হলো। পারস্যের এক শহর ঘেরাও করে নিলো মুসলিম বাহিনী। যুদ্ধ জয়ের দামামা বেজে উঠবে কিছুক্ষণ পরেই। সবার মনেই বইছে আনন্দের জোয়ার; আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার স্বাদ সবার মনেই ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু...

কুলাঙ্গার আবদাতার কারণে সব পণ্ড হলো। সে পাগল হয়ে গেলো দুর্গের এক নারীর প্রেমে। চিঠি পাঠালো লোক মারফত। চিঠিতে জানতে চাইল—'তোমার সাথে মিলিত হব কী করে সুন্দরী?' প্রতি উত্তরে অন্দর থেকে বার্তা পৌঁছল, সেখানে লেখা ছিল—'খ্রিষ্টান হয়ে আমার বুকে এসে পড়ো যুবক!'

সাথে সাথেই খ্রিষ্টান হয়ে গেলো হতভাগা আবদাতা। কোনো কিছুর তোয়াক্কা করল না সে। ভিড়ে গেলো খ্রিষ্টানদের দলে। সোজা চলে গেলো সেই নারীর আঁচল তলে। আঁধার নেমে এলো মুসলমানদের ওপর। ভীষণ কষ্ট পেলেন তারা। বন্ধু হয়ে উঠল শত্রু। কঠিনভাবে পরাজিত হলেন এই যুদ্ধে।

কিছুদিন পর কজন মুজাহিদ সেই মুরতাদকে তার কাঙ্ক্ষিত নারীর সাথে দেখতে পেলেন। লোকটা দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাকে দেখে মুজাহিদগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নামাজ, রোজা, জিহাদ আর আমল-কালামের কী খবর? কোনোকিছুই কি তোমাকে বাঁধা দেয়নি?' কুলাঙ্গার বলল, 'আমি সব ভুলে গিয়েছি। তবে এই আয়াত দু'টি মনে আছে—

{رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٢﴾ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

'এমন একটা সময় আসবে—যখন কাফিরগণ আক্ষেপ করে বলবে, 'হায়, আমরা যদি মুসলিম হয়ে যেতাম!' ছেড়ে দাও ওদের, ওরা খেতে থাক আর ভোগ করতে থাক, আর (মিথ্যে) আশা ওদের উদাসীনতায় ডুবিয়ে রাখুক, শীঘ্রই ওরা (পরিণতি) জানতে পারবে।'[১]

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেলো প্রিয় নবীজির কথা। জ্বলজ্বলে এক বাস্তবতা জানিয়ে দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

১. সুরা হিজর, আয়াত : ২-৩। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

{إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ}

'কোনো লোক দীর্ঘকাল জান্নাতিদের ন্যায় আমল করবে। এরপর জাহান্নামিদের আমলের সাথে তার আমল পরিসমাপ্ত হবে। কোনো লোক দীর্ঘকাল ধরে জাহান্নামিদের আমলের ন্যায় আমল করবে। তারপর জান্নাতিদের আমলের সাথে তার আমল পরিসমাপ্ত হবে।'[১]

প্রিয় পাঠক!

আলোচিত ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটিই ফিতনাতুন নিসার জলজ্যান্ত উদাহরণ। যে ফিতনার কারণে বুজুর্গ হয়ে যায় মুরতাদ। আলেম হয়ে পড়ে দিওয়ানা। মুজাহিদ হয়ে যায় প্রেমপাগল। এমনকি এই ফাঁদে পা না দিয়েও অপমানিত হন আল্লাহর ওলি ও নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম।

যুগে যুগে নারীর এ ফাঁদ বিস্তৃত। যে ফাঁদ পাতে শয়তান। কারণ, শয়তানের অনেক বড় হাতিয়ার এই নারী। নবীজির ভাষায়—'নারী হলো শয়তানের ফাঁদ।' যে কারণে শয়তান নারীর ফাঁদে ফেলে অজস্র মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। সেই ফাঁদ থেকে বাঁচতেই আমাদের এই সামান্য প্রয়াস। কবুল করো আল্লাহ!

শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ একজন কারাবন্দী বিদগ্ধ আলেম। মানুষকে আল্লাহমুখী করার যুগশ্রেষ্ঠ কারিগর। তাঁর দাওয়াতি মেহনতের কোনো তুলনা নেই। এই ময়দানে তিনি অনন্য। বিশেষ করে তাঁর লিখনীর আঁচড়ে প্রকাশিত হয়েছে অগণিত আত্ম-উন্নয়নমূলক গ্রন্থ। যা অধ্যয়নে আল্লাহের পথে ফিরেছে বিপথে ধাবিত অজস্র মানুষ।

শায়খ একবার 'আল ইবতিলা' বি-ফিতনাতিন নিসা' তথা 'নারীর ফিতনার মাধ্যমে পরীক্ষা' শিরোনামে খুব সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা করেন। সেই আলোচনা মলাটবদ্ধ হয়ে আসে। বইটি অধ্যয়ন করি রুদ্ধশ্বাসে। প্রণোদিত হই বেশ। অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করি। অনুবাদ শেষে মনে হয়, শায়খের সংক্ষিপ্ত খুতবার সংকলন হেতু নারীর ফিতনা সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেছে। এজন্য অধম পূর্ণাঙ্গ করার লক্ষ্যে কলম তুলে নিই। আল্লাহর ফজলে নারীর ফিতনা ও তা থেকে রক্ষার উপকরণ সম্পর্কে

১. মুসলিম, হাদিস : ২৬৫১।

বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাই। আলহামদুলিল্লাহ বইটি এখন মলাটবদ্ধ হয়ে আপনাদের হাতে।

বইটি রচনা করার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো বাংলা ভাষীদের জন্য এই সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো বই না থাকা। আমার স্বল্প জ্ঞানের নিরিখে নারীর ফিতনা সম্পর্কিত সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারিনি ঠিক, কিন্তু প্রয়াসে কোনো কমতি রাখিনি। এজন্য আল্লাহর কাছে আরজি—বইটিকে তিনি কবুল করুন, এর মাধ্যমে পাঠক মহলকে উপকৃত করুন, বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মাকবুল বান্দা বানান। রাইয়ান প্রকাশনকে দীনের একনিষ্ঠ মেহনতে ঊর্ধ্বমুখী করুন। প্রকাশককে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন। সর্বোপরি আমাদের সকলের নেক মাকসাদ পূর্ণ করুন এবং বইটিকে জান্নাত অর্জনের জরিয়া বানান। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

সালিম আব্দুল্লাহ

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

পৃথিবীর গুরুতর ফিতনা

ফিতনা মানে পরীক্ষা, ফাঁদ এবং বিপদ। আর একথা অনস্বীকার্য যে, পার্থিব জীবনে নানান ধরনের ফিতনার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ধন-সম্পদের ফিতনা, অভাব-অনটনের ফিতনা, সন্তান-সন্ততির ফিতনা, ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায়-অনাচারসহ নাম না-জানা আরও কতশত ফিতনার যে মুখোমুখি হতে হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এতসব ফিতনার মাঝে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর ফিতনাকে সর্বাধিক ক্ষতিকারক বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন—

{مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ}

'আমার পর আমি পুরুষের জন্য (দুষ্ট) নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক অন্য কোনো ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।'[১]

হাদিসটি উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নারীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফিতনা অন্যান্য ফিতনার চেয়েও ভয়ংকর ও অশুভ হয়ে থাকে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় কুরআনের আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ○}

'মানুষের জন্য মনোরম করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা—নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।'[২]

---

১. বুখারি, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস : ৯৬। মুসলিম, কিতাবুর রিকাক, হাদিস : ২৭৪১।
২. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

{الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾}

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।'[১]

আর একথা বলাবাহুল্য যে, পরীক্ষার অপর নামই হলো ফিতনা। সুতরাং আলোচিত প্রতিটি বস্তু ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্বেযুক্ত আয়াতে সকল ফিতনার প্রারম্ভে নারীকে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং খেত-খামারের পূর্বে প্রবৃত্তির আকর্ষণে নারীকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। যদ্দরুন স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে নারীর ফিতনাই সবচেয়ে গুরুতর ফিতনা।

নারীরা স্বভাবজাত দুর্বল।[২] তাদের বুদ্ধিতে 'নুকস' বিদ্যমান। দীনি বিষয়েও তাদের জ্ঞানগরিমার স্বল্পতা স্পষ্ট। এতৎসত্ত্বেও তাদের আপন করে নেওয়া পুরুষদের এমন কিছু গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে যা আকল ও দীনি বিষয়ে ঘাটতি বা ত্রুটি সৃষ্টি করে। যেমন নারীরা শোভিত ও মোহগ্রস্ত বিষয়াদির সর্বাগ্রে থাকার দরুন তাদের আকর্ষণ

---

১. সুরা মুলক, আয়াত : ২।

২. 'নারীরা দুর্বল' এটা মনে করেন বিশ্বের ৯০ শতাংশ মানুষ। এমন একটি তথ্য উঠে এসেছে জাতিসংঘের এক নতুন প্রতিবেদনে। বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিষয়ে নারীদের চেয়ে পুরুষদের উপরই বেশি ভরসা করেন। যে গবেষণা এই প্রতিবেদনের ভিত্তি, সেই জরিপে রয়েছে বিশ্বের ৭৫টি দেশের তথ্য। প্রতিবেদনটি জানাচ্ছে, বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ এখনও নারীদের চেয়ে পুরুষদের প্রতি বেশি পক্ষপাতদুষ্ট।—সূত্র: ডয়চে ভেলে,৫ মার্চ ২০২০।

বাস্তবে কোনো ক্ষেত্রে নারীরা সবল, কোনো ক্ষেত্রে পুরুষগণ সবল। শরিয়ত যার যার ক্ষেত্রভেদে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। মর্যাদা দিয়েছে। সাধারণ অধিকার সবাইকে সমান দিয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে উভয়কে বিশেষ অধিকার দিয়েছে। তবে আল্লাহ তায়ালার কাছে সম্মানের অধিকারী হওয়ার জন্য তাকওয়াকে মাপ কাঠি বানানো হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষকে পরস্পর সম্পূরক করে তৈরি করেছেন। তাই একজন অপরজনের সহায়তাকারী হিসেবে শরিয়ত উভয়কে দেখতে চায়, শত্রু হিসেবে নয়। *সম্পাদক*

এত বেশি যে, তাদের সঙ্গদান ইলম অন্বেষণ ও দীনি প্রজ্ঞা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে, পার্থিব বিষয়ের অর্জনকে বাধ্য করে তোলে, অনেক সময় জীবন ধ্বংসের কারণ হয়েও দেখা দেয়। যা অনেক বড় একটা ফিতনার ইঙ্গিত বহন করে। এ বিষয়টি হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নকল করে বলেন—

{إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. وفي روايةٍ: لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ}

'অবশ্যই দুনিয়ার জীবন খুবই মজাদার ও নয়নাভিরাম। আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন, এরপর দেখেন তোমরা জমিনে কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করো। সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় করো এবং নারীদের (ফিতনা) থেকে বাঁচো। কারণ, বনি ইসরাইলদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।"[১]

অপর এক হাদিসে আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য এভাবে বর্ণনা করেন—

{أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَاتَّقُوْهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ: امرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ، وَامْرَأَةً قَصِيْرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتِمًا، فحشتْهُ من أطيَبِ الطِّيبِ المسْكِ، وَجَعَلَتْ لَهُ غُلْفًا، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَإِ، قَالَتْ بِهِ: فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيْحُهُ،}

'একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই দুনিয়া দেখতে নয়নাভিরাম ও তাতে

১. মুসলিম, কিতাবুর রিকাক, হাদিস : ২৭৪২।

মিষ্টতা প্রচুর। এজন্য দুনিয়াকে ভয় করো এবং নারীর (ফিতনা) থেকে বেঁচে থাকো।' এরপর নবীজি বনি ইসরাইলের তিন জন নারীর কথা উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিল লম্বাটে গড়নের আর একজন ছিল বেঁটে ধরনের। (বেঁটে মহিলাটা লম্বাটে মহিলাদের সাথে চলাফেরা করত। যার ফলে তাকে অধিক ছোট দেখাত এবং দূর থেকে) অপর দুই মহিলাকে চেনা গেলেও তাকে চেনা যেত না। এজন্য সে কাঠ দিয়ে (অনেক লম্বা) এক জোড়া জুতো বানাল। পাশাপাশি একটা আংটি বানাল। তাতে একটি মোড়ক বানিয়ে মেশকে আম্বর ভরে রাখল। (এরপর সে তার সতীর্থদের সাথে সেই জুতো আর আংটি পরিধান করে চলাফেলা শুরু করল।) যখন সে কোনো মসজিদ বা সভাস্থল দিয়ে অতিক্রম করত, তখন আংটির মোড়ক উন্মোচন করে দিত, যার ফলে (চারিদিকে) মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ত।''[১]

মহিলাটির এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হলো, পুরুষদের নিজের ফাঁদে ফেলা, নিজের দিকে তাদের তাকাতে বাধ্য করা এবং নিজের লাস্যময়ী কৃত্রিম সৌন্দর্যে তাদের আকৃষ্ট করে সব সময় কাবু করে রাখা।

এজন্য প্রিয় ভাই, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি নারীদের ফাঁদ থেকেও নিজেদের রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু নন মাহরাম নয়; বরং মাহরাম মহিলাদের ফিতনা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কারণ, ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যায় বলেন, 'হাদিসে আলোচিত 'দুনিয়া ও নারীর ফিতনা থেকে বাঁচো' কথাটির মধ্যে পৃথিবীর সকল নারীসহ নিজেদের স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে অন্যসব নারীর তুলনায় নিজের স্ত্রী-ই অধিক ফিতনার মূলকেন্দ্র হয়। কারণ, অনেক সময় স্ত্রীদের ফিতনা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা বদ্ধমূলও হয়ে যায়। যদ্দরুন অধিকাংশ মানুষ এই ফিতনায় জর্জরিত। আর এ কারণেই আমাদের পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ বিয়ে পর্যন্ত করেননি। মূলত তারা এই ফিতনা ও পরীক্ষা থেকে যে করেই হোক বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।[২]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, নতুন প্রকাশ, খণ্ড : ১৮, হাদিস : ১১৪২৬। পুরাতন প্রকাশ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২।

২. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শরিয়ত সম্মত ওজর ছাড়া শুধু নারীর ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিয়ে পরিহার শরিয়তের সঠিক পদ্ধতি নয়। বিয়ে থেকে বিরত থাকা শরিয়তের মাকসাদ পরিপন্থি। চারিত্রিক পরিশুদ্ধিতা ওয়াজিব। আর এটা বিয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে বিয়ে পরিহার আরো নানা ফিতনায় লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।=

কোনো এক খলিফা তৎকালীন ফুকাহায়ে কেরামের কাছে হাদিয়া-তোহফা পাঠালেন। সকলেই সেটা খুশিমনে গ্রহণ করে নিলেন। কিন্তু হজরত ফুদাইল রাহিমাহুল্লাহ তা নিতে অসম্মতি জানিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এই দেখে তার স্ত্রী শাপশাপান্ত করতে করতে বললেন, 'আপনি কীভাবে দশ হাজার দিনার ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারলেন, অথচ বাড়িতে এক দিনের আহারও মজুদ নেই!' হজরত ফুদাইল বললেন, 'আমার আর তোমার উদাহরণ তো সেই জাতির মতো, যাদের কাছে একটি গাভী ছিল। প্রত্যেকেই গাভীটির দুধ ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট ছিল। দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু যখন গাভীটি বৃদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সবাই মিলে তাকে জবাই করে মনের সুখে গোশত ভক্ষণ করল।

আমি হলাম সেই গাভী আর তুমি হলে সেই জাতি। তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সে এসে আমাকে জবাই করার পাঁয়তারা করছ। এজন্য ফুদাইল হত্যা হওয়ার পূর্বে যাতে তুমিই না খেয়ে মরে যাও—এজন্য এই ব্যবস্থা করেছি।'

=এ ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে, "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিবাহ করে নেয়। এটা চোখকে অধিক সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের সবচেয়ে বেশি হেফাজত করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে রোজাকে আবশ্যক করে নিবে, কারণ রোজাই তার যৌন চাহিদাকে দমনকারী।"—সহিহ বুখারি: ৫০৬৫।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, তিন জনের একটি দল নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের বাড়িতে এলেন। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ' (নিজেদের) ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় সিয়াম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ওই সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি রোজা রাখি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। (তাহাজ্জুদের) নামাজ আদায় করি আবার নিদ্রা যাই এবং মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।—সহিহ বুখারি: ৫০৬৩।-*সম্পাদক*

নারীর ফাঁদ বড় ভয়ংকর

নারীরা ফিতনার কারণ। অনেক সময় তাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে বড় বড় ফিতনা। তাদের পাতা ফাঁদ এতটাই ভয়াবহ যে, শয়তানের ফাঁদও তাদের কাছে হার মানে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

{إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}

' তোমাদের (নারীদের) ফাঁদ বড় মারাত্মক।'[১][২]

আল্লামা শানকিতি রাহিমাহুল্লাহ সুরা ইউসুফের তাফসিরে বলেন, 'এই আয়াতের সাথে অপর একটি আয়াত যুক্ত করলেই বুঝা যাবে শয়তানের ফাঁদের চেয়েও নারীর ফাঁদ ভয়ংকর। সেই আয়াতটি হলো,

{إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً}

'নিশ্চয়ই শয়তানের ফাঁদ বড় দুর্বল।'[৩]

বুঝা যাচ্ছে—নারীর ফাঁদ অগ্রগণ্য। অর্থাৎ শয়তানের ফাঁদ নারীর ফাঁদের কাছে একেবারেই তুচ্ছ। কারণ, আয়তদ্বয় থেকে স্পষ্ট যে নারীর ফাঁদ শয়তানের ফাঁদের চেয়েও মারাত্মক।

---

১. সুরা ইউসুফ, আয়াত : ২৮।

২. নারীরা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদের দেখে তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা বা ফাঁদ হয়ে থাকে।-তাফসিরে মাজহারি।

এটা জানা কথা যে, এ আয়াত দিয়ে সকল নারীকে বোঝানো হয়নি। বরং ওসব নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল-চাতুরিতে লিপ্ত। তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন।

কারণ এই মন্তব্যটি আজিজে মিশর বা একজন সাক্ষী বিবি জুলাইখার উদ্দেশ্যে বলেছে। *সম্পাদক*

৩. সুরা নিসা, আয়াত : ৭৬।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

{إِنَّ كَيْدَ النِّسَاءِ أَعْظَمُ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ}

'নিশ্চয়ই নারীর ফাঁদ শয়তানের ফাঁদের তুলনায় গুরুতর।'

কারণ, আল্লাহ তাআলা এক আয়াতে বলেছেন—'নিশ্চয়ই শয়তানের ফাঁদ অত্যন্ত দুর্বল।' অপর আয়াতে বলেছেন—'নারীদের ফাঁদ খুব মারাত্মক।'[১]

আবুল লাইস সামারকান্দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বিজ্ঞদের মতে, শয়তানের ফাঁদকে দুর্বল আর নারীর ফাঁদকে মারাত্মক বলার কারণ হলো, শয়তান ওয়াসওয়াসা আর খেয়ালের মাধ্যমে ফাঁদ পাতে আর নারী সরাসরি ও চাক্ষুষ ফিতনার বীজ ছড়িয়ে বেড়ায়। অবশ্য নারীকে ওয়াসওয়াসা দেয় শয়তানই। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

{النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ}

'নারীরা হলো শয়তানের ফাঁদ।[২,৩]

আল্লাহ তাআলা আরেক আয়াতে ইরশাদ করেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ}

'মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা—নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রুপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত।'[৪]

---

১. আদওয়াউল বয়ান : ২/২১৭।

২. আল-ফিরদাউস, হাদিস : ৩৬৬৪। তাফসিরুস সামারকানদি : ২/১৮৯।

৩. حَبَائِلُ শব্দটির অর্থ হলো যার মাধ্যমে শিকার করা হয়। শয়তান যখন কোনো পুরুষকে শিকার করতে চায় তখন যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে তার অন্যতম হলো নারী। এর মাধ্যমে খুব কমই সে বিফল হয়েছে। এজন্য হাদিসে এটার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। *সম্পাদক*

৪. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪।

আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রবৃত্তির ভালোবাসা কী কী হবে—তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম 'নারী' দিয়ে শুরু করেছেন। কারণ, মানুষের আত্মা বা মন অধিক নারীলোভী হয়ে থাকে। এর কারণও আছে বইকি। তা হলো—নারীরা শয়তানের রশি।'[১]

আল্লামা ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জানাচ্ছেন—তাদের পার্থিব জীবনকে কীসের মাধ্যমে সুশোভিত করা হয়েছে। তার প্রকার বলতে গিয়ে প্রথমেই 'নারী' দিয়ে শুরু করেছেন। কারণ, নারীর চক্রান্ত বড় কঠিন।'

১. দায়িফুল জামে', হাদিস : ১২৩৯, ৩৪২।

গুরুতর ফিতনা হওয়ার ব্যাখ্যা

নারী জাতি গুরুতর ফিতনা হওয়ার ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিসের মাধ্যমেই জানা যায়। তিনি ইরশাদ করেছেন—

{إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً أَوْ أُصَلِّيْ فِي مَسْجِدٍ وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا}

'মহিলারা হলো গোপন জিনিস। মহিলারা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে বিশেষভাবে নিজের পর্যবেক্ষণে রাখে। এরপর (সুযোগ বুঝে) তাকে বলে—'তুমি যার পাশ দিয়েই অতিক্রম করবে, তাকেই মুগ্ধ করবে।' মহিলারা যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ?' সে বলে, 'আমি কোনো রোগীকে দেখতে যাব, কোনো মৃত-বাড়িতে যাব অথবা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ব।' অথচ মহিলা তার ঘরে থেকে নিজ রবের যে ইবাদত করবে তা অন্য কোথাও থাকাবস্থায় করতে পারবে না।'[১]

শায়েখ মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ 'শয়তান তাকে নিজের পর্যবেক্ষণে রাখে' এই অংশটি উল্লেখ করে বলেন, 'হাদিসের এই বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হলো—শয়তান সেই নারীকে পুরুষদের দৃষ্টিতে মোহিত করে তোলে, যাতে পুরুষ তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। অথবা অংশটির ব্যাখ্যা হলো—শয়তান তার পিছু নেয় এবং তার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়, যাতে সে ভ্রষ্ট হয় অথবা তার মাধ্যমে কাউকে ভ্রষ্ট করতে

১. তিরমিজি, আবওয়াবুর রিদায়ি, হাদিস : ১১৭৩।

পারে। কারণ, হাদিসে বর্ণিত 'ইসতিশরাফ' তথা পর্যবেক্ষণের মূল অর্থ হলো, গালে হাত রেখে কোনো কিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।'

তাহলে হাদিসের মৌলিক অর্থ দাঁড়াল—যেহেতু একজন মহিলা তার বুকের স্ফীতি এবং তার পিছনের অভিব্যক্তি প্রকাশকে মোটেই পছন্দ করে না, সেহেতু যখন সে বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করে, যাতে কারো মাধ্যমে তাকে বা তার মাধ্যমে অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে। অর্থাৎ শয়তান উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বিভ্রান্ত করে ফিতনায় ফেলতে চায়। অথবা শয়তান চায়, তার প্ররোচনায় যাতে কোনো মনুষ্য শয়তান নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। এজন্য শয়তান পুরুষদের দৃষ্টি নারীর দিকে তুলে দেয় এবং নারীদের অন্যের দৃষ্টিতে সুন্দরী হিসেবে উপস্থাপন করে।

আপনি লক্ষ করবেন—যখনই কোনো নারী পথ দিয়ে হেঁটে যায়, তখন পুরুষরা খুব আগ্রহের সাথে তার দিকে তাকায়। এটা এ কারণে যে, শয়তান সেই নারীকে পুরুষের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে এবং পুরুষকে তার দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে।

এজন্যই যখন কোনো নারী কারো পাশ অতিক্রম করে তখন অজান্তেই পুরুষ তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটি শয়তান নিজেই তত্ত্বাবধান করে এবং সে এটাকে একটা ঘূর্ণায়মান বা চলমান নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করে। যার ফলে কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই পুরুষরা তাদের চোখের তির ছুড়ে দেয়। আর যেহেতু শয়তান সেই নারীকে নিজের পর্যবেক্ষণে রাখে, সেহেতু সে পুরুষদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

এজন্য সালাফগণ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা এই ভয়ে থাকতেন, না-জানি কখন কোন নারীর ফিতনায় পড়ে যান। অথচ আমাদের অবস্থা হলো—আমাদের ইমানের দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা ততটুকুও ভয় করি না, যা তারা করতেন। আমরা বলি—তারা মুত্তাকি ও পরহেজগার ছিলেন এবং নবীজির জামানার কাছাকাছি ছিলেন। এজন্য নিজেদের প্রবোধ দিয়ে বলি—তাদের সাথে কি আর আমাদের কোনো তুলনা চলে?

অথচ এই ধারণার কারণে যে আমরা তাকওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে সরে যাচ্ছি, সে খেয়াল আমাদের নেই। অথচ তাকওয়া থেকে দূরে সরার অর্থই হলো আল্লাহকে ভুলে যাওয়া!

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, শয়তান নারীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয় এবং তাকে ফিতনায় ফেলতে গভীরভাবে চিন্তা করে। এই বিশেষ দৃষ্টি আর গভীর চিন্তাই হচ্ছে গুরুতর ফিতনার কারণ।